১৫ মে বিশ্ব পরিবার দিবস উপলক্ষে ১৩ মে নন্দন পার্কে ইউনিলিভার আয়োজন করেছিল দিনব্যাপী লাইফবয় গোল্ড ফ্যামিলি ডে। নির্বাচিত ১০০ পরিবারের সঙ্গে ছিল জনপ্রিয় ধারাবাহিক ৬৯ পরিবারের সদস্যরা। পারিবারিক বন্ধনের আনন্দে মেতে উঠে ছিল সবাই...

‘৬৯ তারকাদের সামনে থেকে দেখবো এটাও তো একটা পুরস্কার’

রিপোর্ট : **জব্বার হোসেন, শেখ মনজু ও সাজিয়া আফরিন**

১০.০০ : কথা ছিলো সবাই আসবে প্রেসক্লাবে। সাড়ে ১০টায়। সেখান থেকে যাত্রা শুরু হবে নন্দন-পথে। মাইন্ডশেয়ারের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ক্ষিতিশ পাল সবাইকে সেভাবেই বলেছেন। সবাই বলতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক, ফটো সাংবাদিক। ১০টা বাজতেই একজন একজন করে আসতে শুরু করলেন প্রেস ক্লাবে। সাড়ে ১০টায় অনেকেই।

১১.০০ : ঘড়িতে যখন ঠিক ১১টা, তখন এসি বাস চলতে শুরু করলো। ক্ষিতিশদা একটু ব্রিফিং দিলেন বাসেই। বললেন ‘১৫ মে ফ্যামিলি ডে হলেও আমাদের লাইফবয় গোল্ড ফ্যামিলি কনটেস্টের আনুষ্ঠানিকতা হচ্ছে আজকে। সে উপলক্ষেই আমাদের এ যাত্রা। তবে ১৫ মে’র আগে এ সম্পর্কে কোনো কিছু ছাপিয়ে পাঠকদের বিভ্রান্ত না করাই ভালো।’ তিনি আরো জানালেন বিজয়ী ভাগ্যবান ১০০ পরিবার ততোক্ষণ নন্দনে পৌঁছে গেছে।

আমাদের বাসও তখন ঢাকা ছাড়িয়ে নন্দনের পথে...

১২.৩০ : পাক্কা দেড় ঘণ্টার আনন্দভ্রমণ শেষে বাস পৌঁছলো নন্দনে। ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের পেছন দিকে বসার জায়গা করা হয়েছে সবার। বলতে ভুলে গেছি, বাসেই আমাদের সবার হাতে ওয়াটার প্রুফ অল অ্যাকসেস একটি হলুদ ব্যান্ড পরিয়ে দেয়া হয়েছে। নন্দনের সব জায়গায় সব রাইডে যতোক্ষণ খুশি, যতোবার খুশি যাওয়া যাবে। আর স্ন্যাকস, লাঞ্চ কুপনের মালা দেয়া হয়েছে সবার হাতেই। জানা গেলো নন্দনে আসা ১০০ পরিবারের ৪০০ সদস্যের হাতেও আছে এ রকম হলুদ রাবার ব্যান্ড। তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের অভিজ্ঞতা জানা যেতে পারে। যাই হোক সবাই গিয়ে বসলাম আমরা নির্দিষ্ট জায়গায়। প্রচন্ড ভিড়ের কারণে মূল গেইট থেকে এখানে আসতে লেগেছে পুরো ২০ মিনিট।

১২.৫০ : আসতে আসতে দেখা গেলো শত শত মানুষের ভিড় এখানে-ওখানে। ওয়াটার ওয়ার্ল্ডে নীল জলের মাঝে অসংখ্য মানুষের জলকেলি। ফ্যামিলি ডে’র উৎসবে সবাই বেশ ভালোই মেতে উঠেছে। রাইডগুলোতে ওঠার জন্য বিশাল কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নানা বয়সী মানুষ। বেশির ভাগই তরুণ-তরুণী।

১.০০ : সবার হাতে স্ন্যাকস। স্যান্ডউইচ খাচ্ছেন কেউ কেউ। খাওয়ার ফাঁকে আরেকটি প্রেস ব্রিফিং। প্রোডাক্ট গ্রুপ ম্যানেজার (লাইফবয়) হোসনে আরা লোমা বললেন, ‘আমরা গত ৫ বছর ধরে লাইফবয় ফ্যামিলি ডে উদযাপন করছি। তবে অন্যান্যবারের চেয়ে এবার পালন করছি একটু ব্যতিক্রমভাবে। আমরা একটা ভিন্নধর্মী প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলাম। ‘কেন লাইফবয় আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্যের সঙ্গী’ প্রতিযোগিতার বিজয়ী ১০০ পরিবারকে আমরা আজ নন্দনের এই মনোরম পরিবেশে নিমন্ত্রণ করেছি। প্রতি পরিবারের মোট ৪ সদস্যকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি এখানে এসে কিছু সুন্দর সময় উপভোগ করার জন্য। তাদের মধ্যে ৯৮টি পরিবার আজ এসেছেন এখানে।

আমরা এই প্রথমবারের মতো এতোগুলো পরিবারকে নিয়ে ফ্যামিলি ডে সেলিব্রেট করছি। আগামীতেও একইভাবে পালন করবো আশা করছি। কারণ সবার অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি। লোমা জানালেন, এখন বেশির ভাগ পরিবার রাইড আর ওয়াটার ওয়ার্ল্ডে মজা করছে। লাঞ্চের সময় সবাইকে একসঙ্গে এখানে পাওয়া যাবে।

১.১৫ : আমাদের পাশের টেবিলেই একটা পরিবার দেখা গেলো। মা বসে আছেন তার মিষ্টি

৩ মেয়েকে নিয়ে। আনিতা-আদৃতা আর অমৃতা। শান্তিবাগ থেকে এসেছেন বলে জানালেন তারা। কলেজ পড়ুয়া আনিতা জানালো আদৃতাই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলো। ও নিজে নিজেই ফরম পূরণ করে পাঠিয়েছে আমাদের কিছু না জানিয়ে। তারপর তো আজ আমরা এখানে।' এসএসসি পরীক্ষার্থী আদৃতা চশমা চোখে বেশ চুপচাপ বসে ছিলো। গর্বিত একটা চাহনী। বললো, 'আমি ভাবলাম দিয়েই দেখি না কী হয়! লাইফবয় আমার পরিবারের সুস্বাস্থ্যের সঙ্গী সম্পর্কে সত্যি করেই কিছু কথা লিখেছিলাম।' তিন বোনের এক ভাই আছে। ভদ্রমহিলা শুধু তিন মেয়েকেই নিয়ে এসেছেন, ছেলেকে আনেননি কেন? মুচকি হেসে তিনি বললেন- 'ছেলে তো তার বন্ধুবান্ধবদের, সঙ্গে আসতেই পারে। ও এসেছে এর আগে। আমি আর আমার এই লক্ষ্মী মেয়েগুলো আসেনি আগে। তাই ওদের নিয়ে এলাম।'

কেমন লাগছে? পুরো উদ্যোগটা কেমন? জানতে চাইলে এইচএসসি পরীক্ষার্থী অমৃতা জানালো, 'এখানে এসে তো খুবই ভালো লাগছে! আমরা এই মাত্র ওয়াটার ওয়ার্ল্ড থেকে এলাম। অসাধারণ এক অনুভূতি! খুবই মজা করছি আমরা। আর উদ্যোগটা নিঃসন্দেহে ভালো। অভিনব!'

১.৩০ : সবাই যে যার মতো আমরা নেমে গেলাম আনন্দ করতে। প্রচন্ড রোদ আর অসহ্য গরমে সবাইকে দেখা গেলো ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন রাইডে ঝাঁপ মারতে। জল নিয়ে খেলা করতে করতে গরমের ভাবটা একটু বুঝি কম মনে হলো।

১.৪০ পানিতে নেমে সবাই মেতে উঠলো জল খেলায়। সেখানে দেখা গেল AvgwšZ পরিবারের অনেকেই আনন্দে মেতে উঠেছে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে। এখানে সাগরের ঢেউ তৈরি করা হয়েছে কৃত্রিমভাবে। ঢেউয়ের দোলায় আনন্দ করছে শত শত মানুষ। সবার আনন্দ দেখে মনে হচ্ছিলো সবাই বুঝি সত্যিই কোনো সাগরের পাড়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে।

একটু এগুতেই দেখা গেল ঝরনা বলয়। প্রচন্ড গরমে সবাই এখানে ভিজিয়ে নিচ্ছিল শরীর। এখানে বহু পরিবারের সঙ্গে নেমে যেতে দেখা গেল বিভিন্ন পত্রিকার রিপোর্টারদের।

২.০০ : ওয়াটার ওয়ার্ল্ড থেকে বের হয়ে এলাম বাইরে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম আইসল্যান্ডের কাছে। কাছাকাছি পৌঁছতেই শোনা গেল আনন্দ ঝংকারের শব্দ। গান, হৈ চৈ শব্দে বোঝা যাচ্ছিল ভেতরে সবাই কেমন আনন্দ করছে। ঢুকে পড়লাম আইসল্যান্ডে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বরফের ছোঁয়ায় জুড়িয়ে গেল শরীর। আলো আঁধারীর এক অদ্ভুত খেলা চলছিল তখন আইসল্যান্ডের ভেতরে। পরিবারের সবাই মেতে উঠেছে নাচে আর গানে।

২.১৫ : কৃত্রিম হ্রদের পাশে গাছের ছায়ায় বসে থাকা একটি পরিবারকে দেখে সেখানে গেলাম। পরিবারটি এসেছে মোহাম্মদপুর থেকে। আফরিন বানু রুমানাও প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। তিনি এসেছেন তার স্বামী ছোটবোন আর ভাস্তিকে নিয়ে। রুমানা বলেন, 'প্রচন্ড ভালো লাগছে। আমরা রোপওয়ে ছাড়া বাকিসব রাইডে চড়েছি। তবে খুব গরমে এখন একটু অস্থির লাগছে।' তার কথার ভঙ্গিতেই বোঝা যাচ্ছিল তারা ভীষণ এনজয় করছেন। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ আমাদের রিপোর্টার শেখ মঞ্জু হাসতে শুরু করলো। তাকিয়ে দেখি নিজেদের এক অদ্ভুত প্রতিবিম্ব। এটি হলো আজব আয়না। আমরা সবাই একসঙ্গে হাসতে শুরু করলাম।

২.৩০ : রোলার কোস্টারের সামনে একটু ভিড় দেখা গেল। আর এই রাইডে যারা চড়ছিল তাদের ভয় আর আনন্দ-চিৎকারে বোঝা গেল এটিও একটি আকর্ষণীয় রাইড। এই রাইডের সামনেই কথা হলো একটি পরিবারের সঙ্গে। মিরন পরিবারের বড় ছেলে। সে বলল, কেমন একটা ভয় আর আনন্দ বোঝাতে পারবো না। মনে হচ্ছিল হঠাৎ পড়ে যাব। আসলেই অনেক মজা!'

২.৪৫ : লাইফবয় ফ্যামিলি ডে'র এই প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত আদর্শ ১০০ পরিবারের মধ্যে নির্বাচিত হয়েছে হায়দার আলীর পরিবারও। তিনি এসেছেন তার স্ত্রী আর দুই ছেলেকে নিয়ে। স্ত্রী নাসিমা বেগম পত্রিকায় দেখে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা নন্দনে চলে এসেছেন সকালেই। নাসিমা বেগম বলেন, 'সব সময় এতো ঝামেলায় থাকি যে পরিবারের সবাইকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না। আর বেড়াতে যাওয়া অনেক খরচেরও ব্যাপার। আমাদের জন্য এখানে সব রাইড আনলিমিটেড করা হয়েছে। আমার ছেলেরা ভীষণ এনজয় করছে। আর আমরা তো করছিই।'

৩.০০ : নন্দনে আসা ১০০ পরিবারের সঙ্গে ছিলো জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'সিক্সটি নাইনের' পরিবার। নাটকের বেশির ভাগ কলাকুশলী ঢাকা থেকে এসে পৌঁছেছেন নন্দনে। মাসুদ আলী খান, মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, হাসান মাসুদ, মারজুক রাসেল, জয়া আহসান, ঈশিতা, তিন্নী, তিশাসহ সবাই একে একে এসে বসলেন ১০০ পরিবারের ছায়াতলে।

৩.২০ : ওয়াটার ওয়ার্ল্ডের সামনের ফাঁকা মাঠে স্টেজ করা হয়েছে। সেখানে এসে হাজির হয়েছেন সবাই। তখনো জানতে বাকি সেরা লেখা থেকে বিজয়ী পরিবার কে হলো! যে পরিবার মালয়েশিয়া ভ্রমণে যাবে। আর বাপ্পা মজুমদার এবং ফাহমিদা নবীর গানও হবে। পাশাপাশি চলবে সিক্সটি নাইন পরিবারের সঙ্গে অন্যান্য পরিবারের আড্ডা।

৩.৩০ : অনুষ্ঠানের উপস্থাপক পথের প্যাচালি খ্যাত দেবাশীষ আর সহ-উপস্থাপিকা এ্যানি অনুষ্ঠান শুরু করলেন। প্রখর রোদে পুড়ছে তখন নন্দনের প্রতিটি সবুজ গাছ!

৩.৪০ : খোলা মাঠে মঞ্চ তৈরি করা ছিলি আগে থেকেই।

গরমের কারণে অনেকেই খোলা মাঠের দর্শক আসনে বসতে চাচ্ছিলেন না। দেবাশীষ ঘোষণা করেন, 'এবার আমি আমাদের মাঝে উপস্থিত সিক্সটি নাইন পরিবারকে অনুরোধ করবো তারা যেন দর্শকদের প্রথম সারিতে এসে বসেন।' সিক্সটি নাইন পরিবারের কথা শুনে

১. *নতুনভাবে সাজানো হয়েছিল নন্দনের গেট*

২. *কাঠফাটা রোদে '৬৯ পরিবার*

৩. *ওয়াটার ওয়ার্ল্ড ছিলো সবার পছন্দের রাইড*

নির্বাচিত পরিবার এবং অন্যান্য দর্শকরা এসে একের পর এক ঝটপট দর্শক আসন দখল করতে থাকেন। এরই মধ্যে একদল তরুণ দর্শক সিক্সটি নাইন, সিক্সটি নাইন বলে স্লোগান দিতে থাকেন।

৪.০০ : সিক্সটি নাইন পরিবারের সদস্যরা এসে প্রথম সারিতে বসতে থাকেন। তরুণদের স্লোগান তখনও চলতে থাকে। মঞ্চে দেবাশীষ এবং এ্যানি সিক্সটি নাইন এবং নির্বাচিত ১০০ পরিবারের সাফল্য কামনা করে হাততালি দিতে অনুরোধ জানান। কাঠফাটা রোদ। তারকাদের মধ্যে অনেকেই হাতপাখা বের করে বাতাস করতে শুরু করেছেন।

৪.১০ : দেবাশীষের ঘোষণায় মঞ্চে একে একে দাঁড়াতে থাকেন মাসুদ আলী খান, তিশা, শ্রেষ্ঠা, তিন্নি, সোহাগ, মাহবুব, ঈশিতা, হাসান মাসুদ, জয়া মাসউদ, মারজুক এবং কনা। তারা প্রত্যেকেই সিক্সটি নাইন নাটকে তাদের চরিত্র এবং সেই চরিত্রে অভিনয়ের অনুভূতি বর্ণনা করেন।

৪.২৫ : সিক্সটি নাইনে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা শেষে তারকারা যখন নামতে থাকেন তখন দেবাশীষ পেছন দিক থেকে মারজুক রাসেল এবং হাসান মাসুদকে ডাকেন। বলেন, অন্যরা যাক কিন্তু আপনারা দু'জন মঞ্চে আসবেন। জরুরি আলাপ আছে। হাসান মাসুদ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না কেন ডেকেছে, তিনি কী করবেন। মারজুক এবং হাসান মাসুদ দুই জন জড়োসরোভাবে মঞ্চের মাঝে এসে দাঁড়ান। দেবাশীষ জানতে চায় মারজুক ভাই জেরিনের খবর কী? কেমন আছেন তিনি? উত্তরে মারজুক বলেন, এক জেরিন কে জানি সে জেশন কোম্পানির প্যারাসিটামল। কিন্তু... দেবাশীষ নাছোড়বান্দা। এবার হাসান মাসুদের গান শোনাবার পালা। হাসান ভাই গান ধরে। 'আজকে না হয় ভালোবাসা আর কোনো দিন নয়। ঐ প্রেমের দরজা খোল না কাল কী হবে জানি না...' চারদিক থেকে তুমুল করতালি আর হাসান ভাই হাসান ভাই স্লোগান।

৪.৪৫ : এবার শুরু হয় নির্বাচিত একশ' পরিবারকে নিয়ে বিভিন্ন গেম শো। মঞ্চে লটারির মাধ্যমে ডাকা হয় খিলগাঁও এবং যাত্রাবাড়ী থেকে আসা দুটি পরিবারকে। তাদের দু' দলের প্রধান দুই কর্তা ব্যক্তির মধ্যে শুরু হয় সঠিকভাবে কাগজ কাটার প্রতিযোগিতা। যাত্রাবাড়ী দল ১৫ সেকেন্ডের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। এভাবে দর্শক অংশগ্রহণের মাধ্যমে চলতে থাকে আরো কয়েকটি গেম।

৫.২০ : 'এবার মালয়েশিয়া যাবার পালা। দেবাশীষের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দর্শক সরিতে বসে থাকা পরিবারগুলো বেশ নড়ে চড়ে বসে। দেবাশীষ একজন প্রতিযোগীর নাম ঘোষণা করেন। চারদিকে তুমুল করতালি। মঞ্চে ডাকা হয় বিজয়ী পরিবারকে। মহাখালী থেকে আসা শারমিন্দ জাহান শিমুল ও তার পরিবার সপরিবারে মালয়েশিয়া ভ্রমণের সেরা পুরস্কারটি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। মালয়েশিয়া ট্যুরিজম বোর্ডের সৌজন্যে পরিবার দিবসের এই পুরস্কারটি বিজয়ী পরিবারের হাতে তুলে দেন ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রোডাক্ট গ্রুপ ম্যানেজার হোসনে আরা লোমা।

৫.৩০ : বিজয়ী পরিবার পুরস্কার হাতে মঞ্চ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রেস এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা তাদের ঘিরে ধরে। আমরাও তাদের কাছে জানতে চাই কী লিখেছিলেন তারা কনটেস্টে। বিজয়ী পরিবারের প্রধান শারমিন্দ জাহান শিমুল বলেন, 'আমি লিখেছিলাম লাইফবয় আমার পারিবারিক ঐতিহ্য। সেই সঙ্গে লাইফবয় গোল্ড কেন ভালোলাগে সেটাও লিখেছিলাম।' পুরস্কার পাবার অনুভূতি জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এর আগে আমরা কোনো দিন নন্দনে আসি নাই। আর মালয়েশিয়া যাবো এটা তো ভাবতেই পারি না। সিক্সটি নাইনের তারকাদের সামনে দেখবো এটাও তো একটা পুরস্কার।'

৫.৫০ : 'সিক্সটি নাইন পরিবারের এবার যাবার পালা। আপনারা তাদের বিদায় দিন।' দেবাশীষের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পরিবার, দর্শকদের মধ্যে অটোগ্রাফ নেয়ার জন্য ছোটাছুটি শুরু হয়ে যায়। সিক্সটি নাইনের পরিচালক মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ম্যানেজমেন্ট টিমের পাশে এককোণায় বসে থাকেন। ক্যামেরার পেছনে যাবার কারণে কোনো পরিবার বা দর্শকদের তার কাছে আসতে দেখা যায় না। মারজুক এবং হাসান ভাইকে ঘিরে ধরে দর্শকরা, উদ্দেশ্য ছবি তোলা এবং অটোগ্রাফ সংগ্রহ।

৬.১৫ : সিক্সটি নাইন পরিবার ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হয়। দেবাশীষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দর্শকদের আবার আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। বলেন, 'আপনাদের জন্য আরো অনেক আকর্ষণীয় পর্ব রয়েছে। যার যার আসন গ্রহণ করুন।' কিন্তু দর্শকদের আর সেদিকে মন নেই। নাটকের পরিবারের সঙ্গে এতোক্ষণে তাদের একটা সখ্য গড়ে উঠেছিল। ফলে তারা চলে যাওয়ায় তাদেরও যেন মন ভেঙে যায়।

৬.২০ : অনুষ্ঠানের সর্বশেষে আয়োজন ছিল বাপ্পা মজুমদার এবং ফাহমিদা নবীর গান। দর্শকরা গানের আনন্দে মেতে ওঠে। বাপ্পা এবং ফাহমিদা কয়েকটি গান গাইবার পর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। দেবাশীষ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৬.৪৫ : লাইফবয় গোল্ড ফ্যামিলি ডে'র আয়োজকরা আমন্ত্রিত অতিথিদের গাড়িতে ওঠার জন্য তাগাদা দিতে থাকেন। কারণ ঢাকা ফিরতে হবে। এরই মধ্যে আকাশে মেঘের গর্জন। মেঘে ছেয়ে যায়, আকাশ ভারী হতে থাকে। সারা দিন অসংখ্য পরিবারের সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠেছিল সবাই। '৬৯, আমন্ত্রিত পরিবার, সবাই মিলে মনে হয়েছিল একটা পরিবার।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

১. রোপওয়ে নন্দনের অন্যতম আকর্ষণ

২. দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছিল বাপ্পা, ফাহমিদা

৩. কৃত্রিম সমুদ্রের ঢেউ মন কেড়েছে সবার